দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 16 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রাবি ও চবির ভর্তি পরীক্ষা

ফের সময়সূচির ফাঁদে পড়তে যাচ্ছেন ভর্তিচ্ছুরা

রাবি প্রতিনিধি ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ভর্তি পরীক্ষায় ফের সময়সূচির ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। গত দুই বছরের মতো এবারও দেশের শীর্ষ দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে বিপাকে পড়তে যাচ্ছে লক্ষাধিক ভর্তিচ্ছু।

রাবি কর্তৃপক্ষ বলছে, আমরা প্রতিবার আগে তারিখ ঘোষণা করি। ফলে চবি কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমি ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে সমস্যা সৃষ্টি হয়। চবি রেজিস্ট্রার বলছেন, প্রাথমিকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেশি সমস্যা হলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদে আলোচনা করে পরিবর্তন করা হতে পারে। গত দু বছরও চবি কর্তৃপক্ষ তারিখ পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়েও পরে পূর্বনির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা নিয়েছেন বলে অভিযোগ ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৮ জুন রাবির ভর্তি পরীক্ষা উপ-কমিটি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ফের সময়সূচির

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ২২-২৬ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা দেয়। দুদিন পর ১০ জুন চবির ভর্তি পরীক্ষা উপ-কমিটি ২২-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত বছর ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে রাবিতে ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর এবং চবিতে ২৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষেও ৫টি ইউনিটে একই সময় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেও হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে যে কোনো একটিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এবার এখনো পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ঘোষণা করা না হলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে অন্তত ২-৩ দিন সময়ের ব্যবধান না রাখলে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কয়েক ভর্তিচ্ছু ও তাদের অভিভাবক জানান, বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই রীতিমতো যুদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে হয়। অথচ শীর্ষ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি যদি একই তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করে, তবে ভর্তিচ্ছুদের বঞ্চিত হতে হবে। এটা অনৈতিক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত। এখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বেশি দায়ী বলে অভিযোগ করেন তারা।

রাবির উপ-রেজিস্ট্রার এইচএম আসলাম হোসেন (একাডেমিক শাখা) বলেন, যাতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে না মিলে যায়, সে জন্য আমরা দ্রুত তারিখ ঘোষণা করেছি। আমরা ৮ জুন ঘোষণা করেছি, তারা ১০ জুন করেছে। এখানে স্পষ্ট, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমস্যা। আমরা এখানে দায়ী নই। আশা করি তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে। জানতে চাইলে চবির রেজিস্ট্রার কামরুল হুদা বলেন, প্রাথমিকভাবে ২২-৩০ অক্টোবর পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি অন্যদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভায় তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে।